**পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

 কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৩ কার্তিক ১৪২০, ০৭ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

বন্দর ব্যবহারকারীগণ,

ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই টার্মিনাল উদ্বোধনের মাধ্যমে কন্টেইনারবাহী পণ্য পরিবহনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল।

দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৯০ শতাংশের বেশি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এরমধ্যে ৭০ শতাংশ কন্টেইনারজাত পণ্য ঢাকায় আসে। যার মধ্যে অধিকাংশই আবার সড়ক ও রেলপথে চলাচল করে।

 নৌপথে কন্টেইনারজাত পণ্য পরিবহনের কোন ব্যবস্থা এতদিন ছিল না। এ কারণে নৌপথে কন্টেইনারজাত পণ্য পরিবহনের জন্য আমরা পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করেছি।

ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ভারী যানবাহন চলাচলের আধিক্যের কারণে বছরের অধিকাংশ সময় এ মহাসড়কে যানজট ও দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। তাছাড়া, ভারী ট্রাক, ট্রেইলার ও কাভার্ড ভ্যান চলাচলের ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল চালু হওয়ার ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর যানবাহনের চাপ হ্রাস পাবে। সড়কপথের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিবহন ব্যয় হ্রাসের ফলে ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যমূল্যও কমে যাবে।

নৌপথে পণ্য পরিবহন হবে সাশ্রয়ী, হরতাল, অবরোধ ও যানজটমুক্ত। বিশেষ করে পোশাকশিল্প মালিকগণ এ টার্মিনালটি ব্যবহার করে সর্বাধিক লাভবান হবেন।

সুধিবৃন্দ,

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বিকাশে বর্তমান সরকার সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

পানগাঁও টার্মিনালে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের জন্য আধুনিক কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং ইক্যুইপমেন্ট ও তিনটি জাহাজ কেনা হয়েছে। এছাড়াও এই টার্মিনালের জন্য কী গ্যান্ট্রি ক্রেন কেনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দ্রুততম সময়ে তা ক্রয় করে স্থাপন করা হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে আমরা সবসময়ই আন্তরিক। বন্দর ব্যবহারকারীগণ যাতে দ্রুততম সময়ে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে আমদানি-রপ্তানি করতে পারেন, সেজন্য সব ধরণের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এবং নিচ্ছি।

আমরা চেষ্টা করছি চট্টগ্রাম বন্দরকে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের গেটওয়ে হিসেবে গড়ে তোলার।

চট্টগ্রাম বন্দর দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগস্থলে অবস্থিত। এ ভৌগলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারে আমরা কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর এবং পটুয়াখালীতে ৩য় সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছি।

এসব বন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন, মায়ানমার, নেপাল, ভূটানসহ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক সম্প্রসারণ হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পণ্য পরিবহনের জন্য নৌপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একই ধারাবাহিকতায় আমরা সারাদেশের নৌপথের উন্নয়নে কাজ করছি।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে আমরা অভ্যন্তরীণ নৌ রুটসমূহ ড্রেজিং করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ কাজ সম্পন্ন হলে অভ্যন্তরীণ রুটে পণ্য পরিবহন সহজ ও সাশ্রয়ী হবে।

২০১১ সালে CTMS ও MIS শুরু হওয়ার পর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ম্যানুয়াল পদ্ধতির অপারেশন থেকে ডিজিটাল বন্দরে উন্নীত হয়েছে। ফলে বন্দরের দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বন্দরে বাল্ক এবং কন্টেইনার কার্গো হ্যান্ডেলিং ১২ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়েছে এবং জাহাজ আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ।

বন্দরে পণ্যের উঠানামার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জাহাজের গড় অবস্থানকাল আগের তুলনায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ বছর চট্টগ্রাম বন্দরে রেকর্ড ১৫ লাখ TEU এর বেশি কন্টেইনার উঠানামা হয়েছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজ আমরা জার্মানি, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্কসহ উন্নত দেশে সমুদ্রগামী জাহাজ রপ্তানি করছি। ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের নৌ নিরাপত্তা ও নজরদারি বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে ডিজিটাল প্রযুক্তির Vessel Traffic Management Information System স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। চলতি মাসের মধ্যে এ কাজ শেষ হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের প্রচেষ্টার ফলে গত বছরের ১৪ মার্চ ITLOS এর ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে বহুপ্রতিক্ষিত সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে।

এরফলে বাংলাদেশ আনুমানিক ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত  অর্থনৈতিক এলাকা এবং দাবীকৃত ৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিত মহীসোপান এলাকায় সমুদ্র সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র সম্পদ আহরণের পাশাপাশি নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রেও এই সীমা নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আগামী বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টিও সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশের নৌপথ সুরক্ষায় ও দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজকে উদ্ধার করার জন্য আমরা BIWTA তে সংযোজন করেছি আধুনিক উদ্ধারকারী জাহাজ বহর। ফলে দ্রুততম সময়ে দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজ উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল চালু হওয়ার ফলে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জভিত্তিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ ও অগ্রগতি হবে এবং এতদ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যার সুফল এ অঞ্চলের জনসাধারণ ভোগ করবেন।

সুধিবৃন্দ,

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বৈরি পরিবেশ সত্বেও আমরা গত সাড়ে চার বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দারিদ্রের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২৬ শতাংশ হয়েছে। মাথা পিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৪ ডলার হয়েছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

বিদ্যুতের জন্য হাহাকার নেই। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। শিগগিরই ১০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৩ লাখ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করেছি। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায়।

সারাদেশে অসংখ্যা ছোটবড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন। স্বাস্থ্যসেবা এখন জনগণের দোরগোড়ায়।

একটি আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি যাতে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।